Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১১ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৯ আগষ্ট ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৬৭ সংখ্যা ।। ৮পাতা

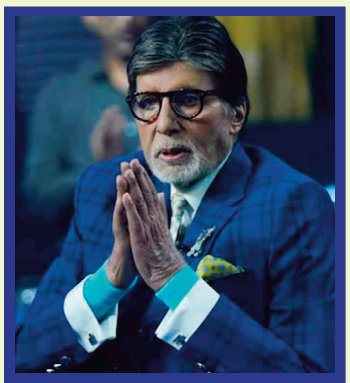

বিপর্যস্ত নেপালের জন্য মন কাঁদছে অমিতাভের

২ দিনের সফরে উজবেকিস্তানে মোদি

নেপালের বন্যায় ভেসে এল ব্যাঙ্ক লকার!

যাদবপুর ক্যাম্পাসেই অবাধ যৌনতা! ভাইরাল পুরনো ভিডিও

দেশে প্রথম ব্যাটারিচালিত যাত্রীবাহী ভেসেল গঙ্গায

মেসি কাণ্ডে প্রতারিত দর্শকদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ রাজ্যের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ মেসিকে কলকাতায় দেখ ার আশায় সারা বছরের জমানো টাকা খরচ করে টিকিট কেটে প্রতারিত হওয়া ৩৩ হাজার দর্শককে অর্থ ফেরানোর উদ্যোগ শুরু করল রাজ্য সরকার। শনিবার হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী তথা জাতীয় ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, প্রতারিত দর্শকদের টাকা কীভাবে ফেরানো যায়, তা নিয়ে প্রশাসনিক, অভ্যন্তরীণ ও আইনি প্রক্রিয়া চলছে। সরকার অর্থ ফেরাতে সক্ষম হবে বলেও আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, জোম্যাটো ডেলিভারি কর্মী থেকে শুরু করে বহু সাধারণ তরুণ ৪,০০০, ৬, ০০০ এমনকি ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রতারণার শিকার হন। তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে জানান তিনি।এ দিন রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে ৪০০ কোটি টাকার বিশেষ বাজেট এবং ১০০টি মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিনের অবহেলা, প্রশাসনিক স্থবিরতা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অভিযোগের

মেসিকে কলকাতায় দেখার আশায় সারা বছরের জমানো টাকা খরচ করে টিকিট কেটে প্রতারিত হওয়া ৩৩ হাজার দর্শককে অর্থ ফেরানোর উদ্যোগ শুরু করল রাজ্য সরকার।

প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুলা চৌধুরী, জ্যোতিময়ী শিকদার, পৌলমী ঘটক, সোমা বিশ্বাস, শান্তি দাস, মহম্মদ আলি কামাল, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, আইএফএ সভাপতি কল্যাণ চৌবে-সহ বিশিষ্টরা। বক্তব্য শেষে ময়দানের বড় ক্লাবগুলি পরিদর্শনের আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার বাড়িতে দুরকমেরই আছে। আমি নিজে মোহনবাগান, আমার মা ইস্টবেঙ্গল।

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য

মমতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা

নয়া জামানা,কলকাতাঃ হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল পুলিশ। অভিযোগ, ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে আদালতের একাধিক নির্দেশ মানা হয়নি। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুলিশকে মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।শুক্রবার কালীঘাট তৃণমূলের উদ্যোগে ক্যাথিড্রাল রোডে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সভার জন্য কলকাতা হাই কোর্ট একাধিক শর্ত দিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সভায় দেড় হাজারের বেশি মানুষ জমায়েত করতে পারবেন না। পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রাস্তার একটি ফ্ল্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হয় এবং রাস্তার একটি অংশ কার্যত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। মমতার ইশারায় রাস্তার অন্য প্রান্তে থাকা কর্মী-সমর্থকরা ব্যারিকেড টপকে মঞ্চের কাছে চলে আসেন বলেও অভিযোগ।

এর জেরে ক্যাথিড্রাল রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়।ঘটনার পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

পুলিশকে এফআইআর করার পাশাপাশি আদালতে বিষয়টি জানাতেও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান তিনি।এর পর শনিবার মমতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও ঘটনায় কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।

ব্রেন ডেথে অঙ্গদান

স্বাভাবিক মৃত্যুর পর দেহদান ব্যাখ্যা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ ব্রেন ডেথ হলে মরণোত্তর দেহদানের পরিবর্তে অঙ্গদানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। দেহদানের প্রয়োজন নেই; এমন কথা তিনি বলেননি। সম্প্রতি তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রেক্ষিতে শনিবার যাদবপুরের কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারি সংক্রান্ত এক সম্মেলনে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখে ।পাধ্যায় ।স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, ব্রেন ডেথ হলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃত ঘোষণা না হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত অঙ্গদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই সময় অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে একাধিক মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। অন্যদিকে, স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অঙ্গদানের বিশেষ কার্যকারিতা থাকে না। তবে মেডিক্যাল পড়ুয়াদের অ্যানাটমি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য মরণোত্তর দেহদানের গুরুত্ব রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।গত বৃহস্পতিবার নিউ টাউনে চক্ষুদান সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর দেহদান করে লাভ নেই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। কৃত্রিম প্রযুক্তির যুগে ময়নাতদন্ত ও ব্যবচ্ছেদের পাঠের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। জ্যোতি বসুর মৃত্যুর পর দেহদানের প্রসঙ্গ টেনে ব্রেন ডেথের ক্ষেত্রে অঙ্গদানের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন মন্ত্রী।তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিজ্ঞান মঞ্চ-সহ সমাজকর্মীদের একাংশ জানিয়েছিল, এআই বা থ্রি-ডি প্রযুক্তি কখনও হাতে-কলমে অ্যানাটমি শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। গবেষণা ও চিকিৎসাশিক্ষায় দেহদানের গুরুত্বও অপরিসীম।

আশিসের পরিবারকে পাশে থাকার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর দাদাকে ফেরাতে পারব না, সমস্যায় পাশে থাকব

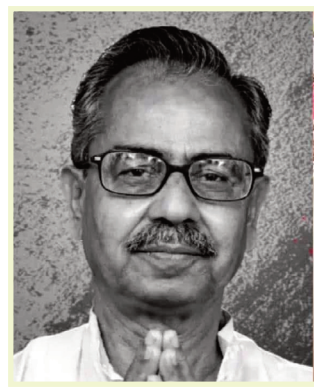

নয়া জামানা ঃ সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বীরভূম সফরে গিয়ে রামপুরহাটে আশিসবাবুর বাড়িতে যান তিনি। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি প্রয়াত নেতাকে নিয়ে পুরনো স্মৃতিও ভাগ করে নেন মুখ ্যমন্ত্রী।বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, এখানকার লোকজন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আজ এসেছি। তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বললাম। আশিসবাবু কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে কালীমূর্তি দেওয়ার কথাও জানান তিনি। মুখ ্যমন্ত্রীর কথায়, সেই মূর্তি আশিসবাবু প্রতিদিন পুজো করতেন।পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, বৌদি আমার উপর ভরসা রেখেছেন। ফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। বলেছি, দাদাকে তো ফেরাতে পারব না, তবে সমস্যা হলে অবশ্যই পাশে থাকব।এ দিন আশিসবাবুর ছেলে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পরিবারের নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা নিয়েও তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।গত ১৬ অগস্ট রামপুরহাটে বাড়ির লাগোয়া পার্টি অফিস থেকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করছে বীরভূম জেলা পুলিশ। তাঁর লেখা একটি নোটও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাজের হাত ধরেই আত্মনির্ভর নীশা

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা

ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো চাকরি করার। সেই লক্ষ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ২০২০ সালের কোভিড মহামারীর সময়ে। চারিদিকে চাকরির অনিশ্চয়তা দেখে তিনি বুঝতে পারেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে ব্যবসার পথ বেছে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ঠিক সেই সময়েই একটি পুরনো পরামর্শ তাঁর জীবন মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আজ তিনি মালদা জেলার একজন অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট এবং বিউটিশিয়ান। নাম তাঁর নীশা গুপ্তা।পেশাগতভাবে ২০২১ সালে এই বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে নীশা গুপ্তার পথচলা শুরু হলেও, সাজগোজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই।

ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো চাকরি করার। সেই লক্ষ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ২০২০ সালের কোভিড মহামারীর সময়ে। চারিদিকে চাকরির অনিশ্চয়তা দেখে তিনি বুঝতে পারেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে ব্যবসার পথ বেছে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ঠিক সেই সময়েই একটি পুরনো পরামর্শ তাঁর জীবন মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আজ তিনি মালদা জেলার একজন অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট এবং বিউটিশিয়ান। নাম তাঁর নীশা গুপ্তা।পেশাগতভাবে ২০২১ সালে এই বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে নীশা গুপ্তার পথচলা শুরু হলেও, সাজগোজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই। তিনি নিয়মিত নাচ শিখতেন এবং বিভিন্ন নাচের অনুষ্ঠানে নিজের মেকআপ নিজেই করতেন। তাঁর এই মেকআপের স্কিল দেখেই ২০১৭ সালে তাঁর নাচের শিক্ষিকা তাঁকে মেকআপকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু সেই সময়ে মালদা জেলায় মেকআপ শেখার কিংবা মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ বা সুযোগ সুবিধা ছিল না। ফলে স্বপ্নটা কিছুদিন থমকে থাকলেও মন থেকে মুছে যায়নি। পরবর্তীতে কোভিডের সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি পুরোদমে নেমে পড়েন এই ফিল্ডে। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে রূপচর্চার নানান খুঁটিনাটি ও মেকআপ নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।নতুন পথ বেছে নেওয়ার এই পুরো যাত্রায় নিজের পরিবারকে পাশে পেয়েছেন নীশা। তিনি জানান, এই পেশায় আসার ক্ষেত্রে তাঁর পরিবার কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পরিবারের পূর্ণ সমর্থন, ভালোবাসা এবং সহায়তার কারণেই তিনি আজ নিজের একটি আলাদা পরিচয় গড়ে তুলতে পেরেছেন।সাহাপুরের ভারত সেবাশ্রম আশ্রমের কাছে রয়েছে তার পার্লার। সেখানে কেবল মেকআপই নয়, নারীদের সৌন্দর্য চর্চার সমস্ত রকম আধুনিক পরিষেবা দেওয়া হয়। ফেসিয়াল, পেডিকিউর, ম্যানিকিউর থেকে শুরু করে চুলের নানাবিধ অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ক্লায়েন্টের ত্বক ও চুল ভালো করে অ্যানালাইসিস বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তবে ট্রিটমেন্ট শুরু করা হয়। মেকআপের ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য ও আধুনিকতার ছোঁয়া। ইন্ডিয়ান, ইটালিয়ান এবং ব্রাজিলিয়ান;বিভিন্ন ধারার মেকআপে পারদর্শী তিনি। বাজেটের কথা মাথায় রেখে রাখা হয়েছে বিশেষ বিশেষ প্যাকেজ। ব্রাইডাল মেকআপ শুরু হয় ১০ হাজার টাকা থেকে এবং তা ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে যে কোনো পার্টি মেকআপ মিলবে ২ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে। কেউ যদি ব্রাইডাল মেকআপের পুরো প্যাকেজ বুক করেন, তবে তাঁর জন্য বিশেষ ছাড়ের সুবিধাও রয়েছে।

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে পার্লারে নিয়ে আসা হয়েছে স্পেশাল অফার ও নতুন পরিষেবা। চুল পড়া বন্ধ করা এবং নতুন চুল গজানোর বিশেষ ট্রিটমেন্টের চাহিদা এখন তুঙ্গে। পূজোর মরশুমে ফেসিয়াল, চুলের ট্রিটমেন্ট সহ অন্যান্য অনেক পরিষেবায় মিলছে ফ্ল্যাট ২০ শতাংশ ছাড় ।

পার্লারের পেশাদার পরিষেবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য ঘরোয়া উপায়ে রূপচর্চার বিশেষ কিছু টিপসও শেয়ার করেছেন নীশা গুপ্তা।

ত্বকের সুরক্ষায় ঘরোয়া টিপস

ত্বক সুন্দর ও উজ্জ্বল রাখতে সবার আগে সময়মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। ত্বকের সতেজতা বজায় রাখতে তিনি খাদ্য তালিকায় টমেটো ও গাজর বেশি রাখার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন কাঁচা হলুদ, দুধের সর, মসুর ডাল বাটা ও মধুর প্যাক ব্যবহার করলে ত্বক হয়ে ওঠে দাগহীন ও প্রাণবন্ত। আর যাদের মুখে মেছেতার সমস্যা রয়েছে, তারা নিয়মিত মুলো ও আলুর রস ব্যবহারে ভালো ফল পাবেন।

চুলের যত্নে প্রাকৃতিক ঘরোয়া টোটকা

চুলকে মসৃণ, রেশমি ও সিল্কি করতে নীশা গুপ্তা জানান একটি সহজ ঘরোয়া উপায়ের কথা। টক দই, ডিম ও মেথি বাটার সঙ্গে লোহার পাত্রে রিঠা, শিকাকাই বা আমলকী ভিজিয়ে রেখে পরদিন তা ভালো করে বেটে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে। ৩০ মিনিট পর চুল ধুয়ে ফেললেই মিলবে প্রাকৃতিক কালো, সুন্দর ও ঝরঝরে চুল। এ ছাড়া চুলের পুষ্টির জন্য কাঁচা আমলকীর ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী।নিজের দক্ষতায় মালদার মেয়েদের সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নীশা। পার্লারের বুকিং বা রূপচর্চা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন নীশা গুপ্তার সঙ্গে (ফোন নম্বর ৭৪৭৩১৩৪৬৬৬)। ঠিকানা সাহাপুর, ভারত সেবাশ্রম আশ্রমের কাছে, মালদা।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 3

গঙ্গাপাড়ের গল্প

২৯ আগষ্ট ।। ২০২৬

নয়া জামানা

শর্মিষ্ঠার নিখোঁজে উদ্বেগ শুভ্রাংশুর পাশে ঋতব্রতরা

নয়া জামানাঃ নেপালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর চার দিন ধরে নিখোঁজ বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের কোনও সন্ধান না মেলায় উদ্বেগে পরিবার। শনিবার কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে গিয়ে শুভ্রাংশু ও তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ও শান্তনু সেনরা।জানা গিয়েছে, গত ২১ আগস্ট একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে নেপালে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। মানস সরোবর যাত্রাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দুই সন্তানকে স্বামীর কাছে রেখে একাই তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২৬ আগস্ট নেপালে জোড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ৭ সেপ্টেম্বর তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল।শুক্রবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। শুভ্রাংশুকেও আশ্বাস দেন, প্রত্যেকের খোঁজ পেতে সরকার সবরকম চেষ্টা করছে। প্রয়োজনে নেপাল দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের কথাও জানান তিনি।শনিবার শুভ্রাংশু বলেন, চার দিন ধরে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। খবর না পাওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকবেই। ঋতব্রত বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। তাঁর কথায়, শর্মিষ্ঠা যদি চিন সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারেন, তা হলে নিরাপদে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নেপালে আটকে থাকা

সকলের দ্রুত ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। বিদেশ মন্ত্রকের তরফেও বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে বলে জানান ঋতব্রত।

প্রেসিডেন্সি জেলে আফতাবের সেল থেকে স্মার্টফোন-সহ একাধিক ডিভাইস উদ্ধার তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা,কলকাতাঃ প্রেসিডেন্সি জেলের অন্দরে কুখ্যাত জঙ্গি আফতাব আনসারির সেল থেকে একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত সোমবার জেলের ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে দুটি স্মার্টফোন, একটি আইফোন, রাউটার, পেন ড্রাইভ, ওটিজি অ্যাডাপ্টার এবং কার্ড রিডার উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি কিছু নগদ টাকাও পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।জেলবন্দি আফতাব আনসারির সেলে এতগুলি ইলেকট্রনিক ডিভাইস কীভাবে পৌঁছল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জেলে বসে ওই ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র বা বেআইনি কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল কি না, তা-ও তদন্তের আওতায় রয়েছে। পাশাপাশি আফতাব কার কার সঙ্গে যোগাযোগ

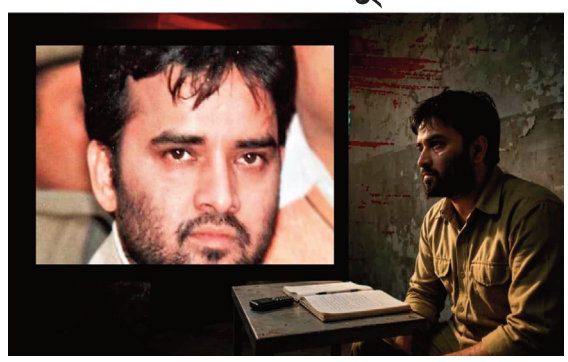

রাখতেন এবং কীভাবে জেলের ভিতরে এই সামগ্রী ঢুকল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই জেলের ভিতরে বেআইনি সামগ্রী সরবরাহের একটি চক্র সক্রিয়। তাঁর অভিযোগ, বন্দিদের কাছে ফোনের পাশাপাশি মদ, বিড়ি, গাঁজা-সহ বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অভিযোগ তিনি আগেও তুলেছেন বলে জানান। এবার স্ট্যান্ডিং কমিটিতেও বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি।প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, জেলের ভিতরে এমন সামগ্রী উদ্ধার হওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। বন্দির কাছে এগুলি কীভাবে পৌঁছল, তা দ্রুত তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলেও জানান তিনি।

এন্টালি থানার গেটে তালা কাণ্ডে সাসপেন্ড বিজেপি নেতা সুদীপ রাম

নয়া জামানাঃ স্বাধীনতা দিবসের রাতে এন্টালি থানার প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে দলের স্থানীয় নেতা সুদীপ রামকে সাময়িক বরখাস্ত করল বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে শুক্রবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়ে সাত দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা তলব করেছে। শীর্ষ নেতৃত্বের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই সাসপেনশন বহাল থাকবে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এন্টালি বিধানসভা এলাকায় বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল দীর্ঘদিনের। একদিকে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের অনুগামীরা, অন্যদিকে দিলীপ ও সুদীপ রাম ভাইদের শিবির। সম্প্রতি পদ্মপুকুর এলাকায় দিলীপ-সুদীপ গোষ্ঠীর আয়োজিত দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয় প্রিয়ঙ্কার অনুগামীরা বাধা দেন বলে অভিযোগ, যদিও প্রতিপক্ষ শিবিরের দাবি বিবাদ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে।এই পুরনো বিরোধের জের গিয়ে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে, যেখানে দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও মারধর চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্তদের নিয়ে থানা ঘেরাও করতে যাওয়া সুদীপের বিরুদ্ধেই গেটে তালা লাগানোর অভিযোগ ওঠে, যদিও তাঁর শিবিরের দাবি পুলিশই গেট বন্ধ করেছিল। রাতে পুলিশ কর্তাদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও দিলীপ-সুদীপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

ফ্লোর দখল করে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস অভিযোগ বাড়ি মালিকের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। বেআইনি বিলবোর্ডের অভিযোগের পর এবার ওই অফিসের বিল্ডিংয়ের দুটি ফ্লোর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বাড়ির মালিকপক্ষের অভিযোগ, ২০২০ সালে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের বাড়িটি ভাড়ার জন্য চুক্তি হলেও লিজের একাধিক শর্ত মানা হয়নি।বাড়ির
মালিক রমা গোয়েঙ্কার তরফে দাবি, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিসি-র জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও তা করা হয়নি। এমনকী মালিকপক্ষকে না জানিয়েই বিল্ডিংয়ে বিলবোর্ড লাগানো হয় বলেও অভিযোগ। তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী, যিনি বর্তমানে জেলবন্দি, ওই ভাড়ার চুক্তিতে সই করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষ আইনি নোটিস পাঠিয়েছে বলে দাবি।এর মধ্যেই গত

বৃহস্পতিবার বেআইনি বিলবোর্ড খেলা নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে উত্তেজনা ছড়ায়। পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের ধস্তাধস্তি হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার তৌফিক নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের দুষ্কৃতীদমন শাখা।পুরসভার দাবি, বিলবোর্ডটি বেআইনি। শেষ পর্যন্ত ছাদে উঠে হোর্ডিং খুলে দেন পুরকর্মীরা। পরে ফের সেখানে হোর্ডিং লাগানো হয়।

যাদবপুরে পিএইচডি-দুর্নীতি! সিবিআই তদন্ত চেয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ এবিভিপি

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজাদি স্লোগান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরই এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্যপাল তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দ্বারস্থ হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।স্মারকলিপিতে মূলত পিএইচডি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ওঠা দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগেও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ফলক ভাঙার ঘটনায় অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে, এবং এই ঘটনায় আচার্য অথবা উচ্চশিক্ষা দফতরের উদ্যোগে নিরপেক্ষ তদন্ত চাওয়া হয়েছে। এছাড়া জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়ের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে এবিভিপি। রাজ্যপালের কাছে যাওয়া প্রতিনিধিদলে ছিলেন এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী, প্রদেশ সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সম্পাদক সঞ্জীবন দীপ বর্মন, গবেষক শুভজিৎ সাহা এবং অনিন্দিতা দাস।এ প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কোনও অভিযোগ বা অনিয়মকে রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে প্রতিটি অভিযোগের যথাযথ তদন্ত প্রয়োজন। উত্থাপিত অভিযোগগুলির দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে।

সম্পাদকীয়
২৯ আগষ্ট ।। ২০২৬
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

২৯ আগষ্ট ২০২৬ ।। শনিবার

শহরের পরিচয় ফুটপাতে

কলকাতার ফুটপাত হঠাৎই সরগরম। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, ফুটপাতে আগুন জ্বেলে শিশুর দুধ গরম করা চলবে না। এর আগে বিভিন্ন এলাকার ফুটপাতে হকার বসা নিয়েও নিজের আপত্তি স্পষ্ট করেছিলেন মন্ত্রী। ফুটপাতে কী চলতে পারে, এবং কী পারে না, সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমার আশি ছুঁই-ছুঁই এক মেসোমশাইয়ের কথা বলি। বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে উত্তর কলকাতার এক ফুটপাতে পড়ে গিয়ে ঊরুর হাড় ভাঙলেন। অতঃপর, হাসপাতাল-যাত্রা, দীর্ঘ অস্ত্রোপচার। বহু প্রবীণ নাগরিককেই এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কারণ কলকাতার অধিকাংশ ফুটপাতেই সুস্থ ভাবে হাঁটার উপায় নেই।সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ফুটপাতে নিরাপদে হাঁটার অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অংশ। এই পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ শুধু আইনি কারণে নয়, নৈতিক কারণেও। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলির একটি হল নিরাপদে হাঁটার স্বাধীনতা। বিশ্বের যে কোনও উন্নত দেশে পা রাখলেই সেটা বোঝা যায়। অথচ কলকাতার যে কোনও রাস্তায় একশো মিটার হাঁটলেই মনে হয়, বুঝি ফুটপাতের দায় শহরের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর, কেবলমাত্র পথচারীদের নির্বিঘ্নে হাঁটার প্রয়োজনটুকু ছাড়া !ফুটপাত সমস্যার কথা উঠলে প্রায় সব সময়ই সমস্ত দোষ হকার অথবা সেখানে ঘর বাঁধা মানুষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই; সম্ভবত সেটা করা সবচেয়ে সহজ বলে। কিন্তু সেই হকারের পাশেই দেখা যায় কাফে বা খ াবারের দোকান বেঞ্চ-টেবিল পেতে ফুটপাতকে 'ওপেন এয়ার রেস্তরাঁ'য় পরিণত করেছে। একটু এগোলেই দেখা যাবে ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিশ্চিন্তে ফুটপাত দখল করে দাঁড়িয়ে। কোথাও নির্মীয়মাণ বাড়ির ইট, বালি, সিমেন্ট ও লোহার রড মাসের পর মাস পথ আটকে রাখে। কোথাও বিদ্যুৎ বা টেলিকম সংস্থার বাক্স, কোথাও পাইপলাইন মেরামতের পরে খোঁড়া অংশ আর আগের অবস্থায় ফেরে না। কোথাও গাছের শিকড় উঠে এসে হাঁটার পথ গ্রাস করেছে। আবার কোথাও ফুটপাতেরই অর্ধেক অংশ দোকানের সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন কিংবা অস্থায়ী কাঠামোয় আটকে গিয়েছে। সমস্যাটির দায় তাই কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপরে চাপানো যায় না। শহর থেকে ফুটপাতের অন্তর্ধান এবং যতটুকু ফুটপাত রয়েছে তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী আমরা অনেকেই।

আন্দোলনের ভাষা এক উদ্দেশ্যের পথ ভিন্ন

আন্না হাজরে ও সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

কৌশিক সেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোল

যে কোন আন্দোলন একদিন বা রাতারাতি জন্ম নেয় না। সমাজে যখন দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষ, বঞ্চনা এবং অন্যায়ের অনুভূতি মানুষের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে তখনই আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই জন্ম নেই প্রতিবাদের ভাষা। একটি সফল আন্দোলনের পেছনে থাকে চারটি মৌলিক শক্তি- মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সংগঠনের উপকরণ ও সম্পদ,সুপরিকল্পনা নেতৃত্ব ও কৌশলগত পরিচালনা এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে একটি সাধারণ প্রতিবাদকে বৃহত্তর গণআন্দোলনে রূপ দেয়। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন গণআন্দোলন পর্যন্ত আমরা দেখি, যখন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে যখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে তখনই কিছু মানুষ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের পথ খুঁজে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে আন্না হাজারে এবং সোনম ওয়াংচুকের এই দুই ব্যক্তির আন্দোলন সেই ঐতিহ্যের অংশ। তবে দুজনের অহিংস আন্দোলনের পথ অনুসরণ করলেও তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য বিষয়বস্তু, প্রভাব এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারে আলাদা। তাই এই দুই আন্দোলনকে একই দৃষ্টিতে বিচার করলে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে না। ২০১১ সালের, আন্না হাজারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন ছিল দুর্নীতিবিরোধী জন-আন্দোলন। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিসরে বহু দুর্নীতির অভিযোগ আমরা দেখেছি সকলেই। যেমন-- ২ত্ব স্পেকট্রাম বরাদ্দ, কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন এবং আর্থিক কারচুপি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এবং প্রশাসনের প্রতি এক বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটের সমাজকর্মী আন্না হাজারে একটি স্বাধীন ও ক্ষমতা

সম্পন্ন জন লোকপাল প্রতিষ্ঠার দাবিতে অনশন শুরু করেন। তার মূল ভাবনা ছিল-- দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত এমন একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হওয়া উচিত, যার নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে এবং রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপের কাছে তাকে সহজে নত হতে হবে না। এই দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লির রামলীলা ময়দানের ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই আন্দোলন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন;ফেসবুক, টুইটার (বর্তমানে- অ), ইউটিউব এবং বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে। ফলে এই আন্দোলন ভারতের প্রথম বৃহৎ তডিজিটাল যুগের গণআন্দোলনদ হিসেবে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু লাদাখের সাংবিধানিক মর্যাদা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের অধিকার। ২০১৯ সালে লাদাখে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেন কিন্তু, লাদাখ বাসীদের দাবি ছিল অঞ্চলটি যেন পূর্ণ রাজ্য হিসেবে মর্যাদা পায় এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল (ষ্অষ্ঠতত্ত্বত্ত্বড্ড) আওতায় বিশেষ সুরক্ষা এবং একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দাবি জানিয়ে আসছেন। এই দুই আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল আন্না হাজারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক সংস্কারের দাবি তুলেছিল। তার লক্ষ্য ছিল লোকপালের মতো একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং এর কাজ হবে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের

> যে কোন আন্দোলন একদিন বা রাতারাতি জন্ম নেয় না। সমাজে যখন দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষ, বঞ্চনা এবং অন্যায়ের অনুভূতি মানুষের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে তখনই আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিহাস সাক্ষী আছে, যখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই জন্ম নেই প্রতিবাদের ভাষা।

বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে তা এই প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবে। অপরদিকে, সোনম ওয়াংচুকের দাবি ছিল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে নিয়ে পরিবেশ, সংস্কৃতি ও মানুষের অধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ফলে একটি আন্দোলনের পরিসর ছিল জাতীয় অন্যটির কেন্দ্র ছিল আঞ্চলিক। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল জনসমর্থনের ধরন। আন্না হাজারের আন্দোলনের দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন লাভ করেছিলেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। অপরদিকে, সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলন ছিল মূলত লাদাখ এবং পরিবেশ সচেতন। এটি জনগণের মধ্যে বেশি সমর্থন অর্জন করলেও ।এটি এখনো জাতীয় রাজনীতি পরিষরে সেরকম বেশি সাড়া পড়েনি। অন্যদিকে বলা চলে যে আন্না হাজারের আন্দোলন অর্থাৎ জন লোকপাল আইন নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং পরবর্তীকালে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন প্রণীত হয়। যদিও এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে অপরদিকে সোনম ওয়াংচুকের দাবিগুলো নিয়ে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা চললেও সব দাবি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বলা চলে তার আন্দোলন এখনো একটি চলমান গণআন্দোলনের চরিত্র বহন করেছে। আন্না হাজারের ও সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের দুটি ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন বাস্তবতার এবং ভিন্ন দাবির প্রতিচ্ছবি। একজন প্রশ্ন তুলেছেন রাষ্ট্রের ভিতরে দুর্নীতিকে কিভাবে পরিষ্কার করা যায়। অন্যজন সামনে এনেছেন পরিবেশ স্থানীয় মানুষের অধিকার এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলাদা হলো একটি জায়গায় তাদের অবস্থান এক-- মানুষের প্রশ্ন ও দাবিকে পাশে সরিয়ে রেখে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ এগোতে পারে না।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 5

প্রশাসনিক বৈঠকে দিলীপ ঘোষ,

১১ হাজার পঞ্চায়েত কর্মী নিয়োগের বড় ঘোষণা

নয়া জামানা, রায়গঞ্জঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ উত্তর দিনাজপুর জেলা সফরে এসে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করেন। এদিনের এই পর্যালোচনা বৈঠকে আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ এবং শৌচালয় নির্মাণের মতো পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল,

জেলাশাসক অভিজিৎ সেভালে সহ জেলার অন্যান্য বিধায়ক ও পদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিগত সরকারের আমলের পঞ্চায়েত দুর্নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, জমা পড়া সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত সরকার করবে, তবে শুধুমাত্র সেদিকে নজর দিলেই হবে না; জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজগুলিকেও সমান গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পঞ্চায়েত স্তরে দীর্ঘদিন ধরে চলা কর্মী সংকটের কথা স্বীকার করে মন্ত্রী বড় ঘোষণা করেন যে, প্রায় ১২ বছর পর পঞ্চায়েত দপ্তরে শূন্য থাকা ১১ হাজার পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। পুজোর পরেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের সাম্প্রতিক ইস্তফাকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থার অভিযোগ উঠেছে, তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী।

তিনি আশ্বস্ত করেন, বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং বর্তমান নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকেই শীঘ্রই নতুন সভাধিপতি বেছে নিয়ে এই সাময়িক সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষিণ দিনাজপুর সফর !

গুরুত্ব পাচ্ছে বিমানবন্দর, মেডিকেল কলেজ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন

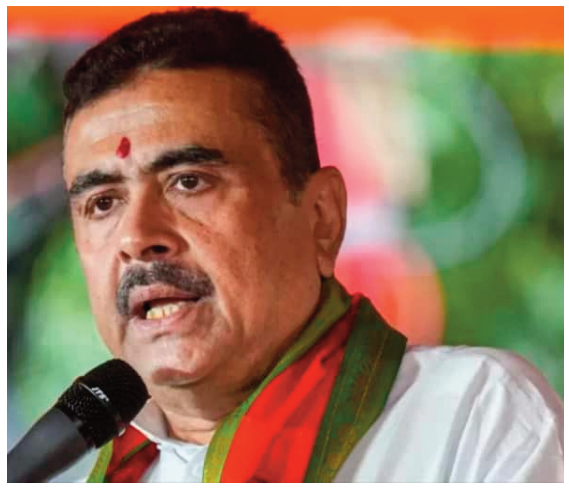

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দ. দিনাজপুরঃ আগামী ২ সেপ্টেম্বর, বুধবার একদিনের জেলা সফরে দক্ষিণ দিনাজপুর আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ওই দিন দুপুর ১২টা নাগাদ হেলিকপ্টারে বালুরঘাট বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। সফরের শুরুতেই বালুরঘাট বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখ বেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তাঁর যাওয়ার কথা বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরে, যেখানে প্রস্তাবিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন তিনি। পরিদর্শনের শেষ পর্বে বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি, আত্রেয়ী খাঁড়ির সামগ্রিক সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন

এবং কুশমন্ডিতে প্রস্তাবিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব গড়ে তোলা সহ জেলার একাধিক বকেয়া উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা হতে পারে। সফরের সময়সূচি নিশ্চিত করে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরসূচির প্রাথমিক রূপরেখা পাওয়া গিয়েছে এবং পরবর্তীতে কোনো সংযোজন হলে তা জানানো হবে। দীর্ঘদিনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও পরিকাঠামোগত পর্যালোচনার সম্ভাবনা থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে আশাবাদী জেলার মানুষ। বাসিন্দাদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই পরিদর্শনের ফলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলি দ্রুত গতি পাবে এবং প্রশাসনিক কাজে নতুন গতি সঞ্চার হবে।

নেপালের হড়পা-বানে নিখোঁজ বর্ধমানের সন্দীপ গড়াই, চিন্তায় পরিবার

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমানঃ নেপালের ভয়াবহ আকস্মিক হড়পা-বানের পর থেকে বর্ধমানের সিমডাল গ্রামের বাসিন্দা সন্দীপ কুমার গড়াই (৪০) নিখোঁজ। তিনি নেপালের ত্রিশুলির একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার দিন অর্থাৎ গত বুধবার সকালে তিনি শেষবার তাঁর ছোট ছেলে রুদ্রের সাথে ফোনে কথা বলেন। এরপর থেকে পরিবারের সদস্যরা তাঁর সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে পারছেন না। কাঠমান্ডুর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও নিখোঁজ সন্দীপের কোনো সন্ধান মেলেনি। এর আগে বর্ধমানের অশোক পাল নামে আরেক যুবকের নিখোঁজের ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, যার সন্ধান তিন দিন পরও মেলেনি। এই আবহে সন্দীপের নিখোঁজ হওয়ার খবর পরিবারটিকে আরও গভীর উৎকণ্ঠায় ফেলেছে। সন্দীপের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী তিথি গড়াই ও সন্তান। নিখোঁজের সন্ধান পেতে পরিবারটি ভারতীয় দূতাবাস ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। সন্দীপের ছেলেও বাবার খোঁজে নেপাল যাওয়ার বায়না ধরেছে। শুভেন্দু অধিকারী ভিডিও কলে

পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে নেপাল যাওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। অন্যদিকে, আউসগ্রামের ভেদিয়া কুঠিরপাড়ার বাসিন্দা নিয়ামত সেখ মায়ের চোখের চিকিৎসার জন্য নেপালে গিয়েছিলেন। দুর্যোগস্থল কিছুটা দূরে থাকায় তাঁরা কোনোক্রমে সুস্থ শরীরে বর্ধমানের বাড়িতে ফিরে আসতে পেরেছেন।

মালদায় গলা কেটে খুন

নয়া জামানা, মালদাঃ মালদা শহরের ২ নম্বর গভমেন্ট কলোনী এলাকায় অর্ণব সেন নামে এক যুবককে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম শুভজিৎ ঘোষ এবং কৌশিক ঘোষ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ দুই বন্ধু শুভজিৎ ও কৌশিক অর্ণবের বাড়িতে ঢোকে। সেখানে শোওয়ার ঘরে অর্ণবের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তার শ্বাসনালী কেটে খুন করা হয়। অপরাধ সংঘটিত করার পর নিহতের মোবাইল ফোনটি নিয়ে চম্পট দেয় তারা। শুক্রবার সকালে এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই গোটা ২ নম্বর গভমেন্ট কলোনী এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 6

মালদা মেডিক্যালে এক মাসে ৮৯ শিশুমৃত্যু, প্রশ্নের মুখে চিকিৎসা পরিষেবা

প্রশ্নের মুখে চিকিৎসা পরিষেবা

নয়া জামানা,মালদা ঃ মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক মাসে ৮৯টি শিশুমৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরপর শিশুমৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন।বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন।

শিশুমৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন বিধায়িকা।তাঁর দাবি,এক মাসের মধ্যে এত সংখ্যক শিশুর মৃত্যু কী কারণে ঘটল, তা দ্রুত খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।মৃত্যুর প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।পাশাপাশি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলেন সাবিনা ইয়াসমিন। শিশুদের চিকিৎসায় পরিকাঠামো, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা যথাযথভাবে মিলছে কি না তা নিয়েও পর্যালোচনার দাবি জানান তিনি।বিধায়িকার বক্তব্য,শিশুমৃত্যুর মতো গুরুতর ঘটনায় কোনওরকম গাফিলতি থাকলে তা চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ করা জরুরি।একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তবে ৮৯ শিশুমৃত্যুর অভিযোগের প্রকৃত কারণ ও মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে আরও প্রশ্ন।

ময়নাগুড়ি রোডে ভক্তিভরে উদযাপিত ১৩ তম ঝুলন যাত্রা উৎসব

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি রোড খেজুরতলা সার্বজনীন হরি মন্দির প্রাঙ্গণে সাত দিনব্যাপী ঝুলন যাত্রা ও ভাগবত দর্শন মহোৎসব ভক্তিঘন পরিবেশে উদযাপিত হল। ১৩ বছর ধরে অরিজিৎ রায়, তাঁর পরিবার এবং স্থানীয় গৌর ভক্তবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়ে আসছে।গত ২২শে আগস্ট শুরু হওয়া এই ঝুলন উৎসবে বৃন্দাবন সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রখ্যাত গুরু মহারাজরা উপস্থিত ছিলেন। পুরো সপ্তাহ জুড়ে ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণভাবনামৃত আলোচনা, কীর্তন এবং শ্রীমতি রাধারানীর লীলা মহিমা পরিবেশিত হয়। শুক্রবার সমাপনী সন্ধ্যায় বৃন্দাবনের নিগমানন্দ দাস বাবাজির উপস্থিতির পাশাপাশি

ময়নাগুড়ি গুরুকুলের শিক্ষক বিবেকানন্দ রায় ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন।প্রতিদিনই প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে এবং অনুষ্ঠান শেষে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আয়োজক অরিজিৎ রায় জানান, শনিবার পাঠ কীর্তন ও ভোগ আরতির মাধ্যমে উৎসবের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে। তিনি বার্তা দেন যে মানুষের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই মানুষকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করাই পরম ধর্ম।

রাখি পর্ব শেষে বাড়ি ফেরার পথেই মৃত ২

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ রাখি উৎসবের আনন্দ এক নিমেষে বদলে গেল চরম শোকে। বিহারে বোনেদের কাছে রাখি পরে বাইকে চেপে বাড়ি ফেরার পথে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। মৃতের নাম পঙ্কজ কুমার ও বিজয় সাহানি। পঙ্কজ শিলিগুড়ির এবং বিজয় নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ির কেলাবাড়ি সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। পানিট্যাঙ্কির দিকে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে তাঁদের বাইকটির সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ

হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই আরোহীই সড়কে ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই ঘাতক গাড়ির চালক চম্পট দিলেও গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানা পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জর্দা নদীতে পুলিশের অভিযান, বালি মাফিয়াদের রমরমা রুখতে বাজেয়াপ্ত ট্রাক

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ির জল্পেশ মেলা মাঠ সংলগ্ন জর্দা নদী থেকে দীর্ঘদিন ধরে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ উঠছিল। এর ফলে নদীপাড় মারাত্মক ভাঙনের মুখে পড়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশপ্রেমীরা।

শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ জর্দা নদী সংলগ্ন এলাকায় এক ঝটিকা অভিযান চালায়।

পুলিশের উপস্থিতির টের পেয়েই ঘটনাস্থলে বালি বোঝাই গাড়ি ফেলে দ্রুত চম্পট দেয় বালি মাফিয়ারা।

পুলিশ

সেখান থেকে বালি ভর্তি একটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে।

গাড়ির নম্বর ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে এই চক্রের পেছনে থাকা মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে এবং পুলিশ জানিয়েছে খুব দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশের এই কড়া পদক্ষেপে এলাকায় সাময়িক স্বস্তি ফিরলেও, অবৈধ বালি উত্তোলন চিরতরে বন্ধ করতে নিয়মিত নজরদারির দাবি জানিয়েছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা।

নিউ জলপাইগুড়িতে বিপুল পরিমাণ বাতিল নোট উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার মোটা অঙ্কের নোট সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি জিআরপি এবং এনজেপি জিআরপির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ডাউন সরাইঘাট এক্সপ্রেসে অভিযান চালানো হয়। ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে আটক করা হয় বিহারের মতিহারীর বাসিন্দা সন্তোষ কুমার (২৫)-কে। বর্তমানে সে পরিবারের সঙ্গে অসমের জালুকবাড়িতে থাকত।যুবকের কথাবার্তায় অসঙ্গতি থাকায় তার

পিঠের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, গুয়াহাটি থেকে এক ব্যক্তি তাকে এই টাকার বান্ডিলগুলি দিয়েছিল। শনিবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। এই বাতিল নোটের উৎস কোথায় এবং এর নেপথ্যে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি জিআরপি।

সংবিধানকে সম্বল করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ডাক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর

নয়া জামানা, পতিরামঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাহাপুকুর মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতিনিধি সভা। এই সভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যেকোনো অন্যায় ও বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন, দেশের আইন ও সংবিধান ন্যায়ের পথেই রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার অধিকার দিয়েছে। দেশের ঐতিহ্য ও সংবিধানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যেকোনো জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি মনে

করিয়ে দেন, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ গঠনে জমিয়তের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। দেশে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা এক কোটিরও বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৪ লক্ষ। ফলে কোনো অন্যায়ের শিকার হলে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশে সংগঠন সব সময় থাকবে।১৯৭৫ সালে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরে তাঁর প্রথম আগমন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে সংগঠন গড়ে তোলার স্মৃতিও এদিন তিনি স্মরণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ছোটন দাস, জেলা সভাপতি কারী জয়নাল আবেদীন, সম্পাদক নজরুল ইসলাম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 7

নেপালের বিপর্যয়ে পাশে ভারত

উদ্ধার-সেতু নির্মাণে বিশেষজ্ঞ দল পাঠাল দিল্লি

নয়া জামানা,কাঠমান্ডু ঃ নিজেদের আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল নেপাল। হড়পা বানের ভয়াবহ বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজে বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে একদিন আগেই জানিয়েছিল দেশটি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের চাপের মুখে সেই সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে তারা।বিপর্যয়ে শতাধিক পর্যটক নিখোঁজ, যাঁদের মধ্যে বহু বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি থেকে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য চাপ তৈরি হচ্ছিল নেপালের উপরে। সেই কারণেই বিদেশি সাহায্য নিতে রাজি হয়েছে তারা। তবে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার, ডিএনএ টেস্টিং ও ফরেন্সিক পরীক্ষার মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রেই বিদেশি দলের সাহায্য নেওয়া হবে, সরাসরি উদ্ধারকাজে তাদের যুক্ত করা হচ্ছে না।এই পরিস্থিতিতে প্রতিকূল আবহাওয়া ও উপত্যকা এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষ সামরিক ইউনিট পাঠাচ্ছে নয়াদিল্লি। ইতিমধ্যে কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছে ১১ সদস্যের একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম।

সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারে ভারতীয় বায়ুসেনার তৃতীয় ত্রাণবাহী বিমানে বিশেষজ্ঞ দলও পাঠানো হয়েছে।নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী রসুয়া জেলায় বান নেমে ১৩টি সেতু ভেসে গিয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা।যোগাযোগ পুনঃস্থাপনে অন্তত ৪২টি সেতু জরুরি প্রয়োজন বলে ভারত ও চিনের কাছে আবেদন জানিয়েছে নেপাল। ভারতের কাছে বেইলি ব্রিজের অনুরোধও করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে একাধিক বেইলি ব্রিজ নির্মাণে কারিগরি দল পাঠাচ্ছে ভারতীয় সেনা।নেপাল সরকারের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত ১৭১ জন বিদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮৫ জন ভারতীয়, ১৬ জন চিনা, ৯ জন দক্ষিণ কোরিয়ান, এবং আমেরিকা ও ইতালির একজন করে নাগরিক। মোট ১৫০০ জনকে এয়ারলিফ্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে রসুয়ার হাইডেল প্রজেক্ট থেকেই ৩৬০ জন। এখনও প্রায় ১০০০ শ্রমিক বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আটকে। নেপাল পুলিশের হিসাবে মোট মৃতের সংখ্যা এখন ৬২৬। উদ্ধারকাজে এনডিআরএফ পাঠাতে চেয়ে কাঠমান্ডুকে চিঠি দিয়েছে নয়াদিল্লি, তবে এখনও জবাব মেলেনি বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল গড়ার বার্তা

উজবেকিস্তান-কিরগিজ সফরে মোদী

নয়াদিল্লি ঃ সহযোগিতার বার্তা দিয়ে উজবেকিস্তান ও কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে রওনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৯ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দুই দেশ সফর করবেন তিনি। রওনার আগে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদমুক্ত স্থিতিশীল অঞ্চল গড়ে তোলাই ভারতের প্রধান লক্ষ্য, পাশাপাশি সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র মঞ্চে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতাগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেওয়া হবে।শনিবার এক বিবৃতিতে মোদী জানান, ২০১৭ সাল থেকে ভারত এসসিও-র একটি সক্রিয় ও গঠনমূলক সদস্য। নিরাপত্তা, যোগাযোগ ও সুযোগ;এই তিন স্তম্ভের ভিত্তিতেই ওই অঞ্চলের জন্য ভারতের রূপরেখা তৈরি। তিনি বলেন, উগ্রবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মতো অভিশাপ থেকে

অঞ্চলকে মুক্ত করতে সদস্য দেশগুলির একযোগে কাজ করা জরুরি, কারণ এই বিপদে দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।সফরের প্রথম পর্বে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাভকাত মির্জিয়োয়েভের আমন্ত্রণে ২৯-৩০ অগস্ট তাসখন্দে রাষ্ট্রীয় সফর করবেন মোদী। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, প্রতিরক্ষা ও শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে, সঙ্গে আলোচনা হবে ভারতের বিকশিত ভারত ও উজবেকিস্তানের ইয়াঙ্গি উজবেকিস্তান স্বপ্নের রূপায়ণ নিয়ে। তাসখন্দে তিনি শাস্ত্রি মেমোরিয়াল ও মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।এরপর কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সাদীর জাপারভের আমন্ত্রণে বিশকেকে পৌঁছে ২৬তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদী, যা সংস্থাটির ২৫ বছর পূর্তির সাক্ষী হবে। মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির প্রতীক ষষ্ঠ ওয়ার্ল্ড নোম্যাড গেমসের উদ্বোধনেও তাঁর উপস্থিত থাকার কথা।

হিংসা নয়, সংবিধানের পথেই প্রতিবাদ হোক!

পড়ুয়াদের বার্তা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথের

নয়া জামানাঃ হিংসা বা অসাংবিধানিক পন্থায় নয়, বরং সংবিধানের পথেই যেকোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। লখনউয়ের বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।এদিন আম্বেদকরের শিক্ষা, আন্দোলন ও সংগঠন মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সাংবিধানিক পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে হিংসা বা অরাজকতার পথকে তিনি সরাসরি অরাজকতার ব্যাকরণ বলে কটাক্ষ করেন।উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশে রাজনাথ বলেন, দেশের যুবসমাজকে ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা ও সৌহার্দ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার কাজ তরুণদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তৈরি করা, পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান সমাজকল্যাণে ব্যবহারের মানসিকতা গড়ে তোলাও জরুরি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়ে

তিনি যুবসমাজকে ব্যক্তিগত সাফল্যের পেছনে না ছুটে চাকরিদাতা ও পরিবর্তনকামী হওয়ার আহ্বান জানান।গত এক দশকের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার প্রতিকূলতাকে সুযোগে রূপান্তরে বিশ্বাসী। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন, ডিজিটাল পরিকাঠামো ও স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমে আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে দেশ। গত ১২ বছরে গবেষণা-উন্নয়ন খরচ দ্বিগুণ হয়েছে, ৩৪ বছর পর চালু হয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, এবং ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ হাব। মহাকাশ গবেষণাতেও সীমিত সম্পদ থেকে আজ মহাকাশে মানুষ পাঠানোর উচ্চাভিলাষী মিশনে পৌঁছেছে দেশ।সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার ওপর জোর দিয়ে রাজনাথ বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেশকে ধনী করে, কিন্তু সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস তাকে মহান করে তোলে।

আজ বিশ্ব ভারতের কথা শোনে, ভারত নিজে নিয়ম তৈরি করে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে তরুণদের টিম ইন্ডিয়ার অংশীদার হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক নাড্ডার

সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ফের রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। রিজার্ভেশন হটাও আন্দোলন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বৈঠকের পরই সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। একই সঙ্গে এই আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবস্থান স্পষ্ট করার দাবিও তুলেছেন তিনি।গত ২১ অগস্ট দিল্লির যন্তরমন্তরে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছিল।আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে

জাতির পরিবর্তে আর্থিক পরিস্থিতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হোক। ২৭ অগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর নাড্ডা জানান, হর্ষ দুবে, রণবাহাদুর সিং চৌহান ও মৃত্যুঞ্জয় পাঠক-সহ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৈঠক হবে। তবে আলোচনার বিস্তারিত বিষয় বা সরকারের নির্দিষ্ট কোনও আশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে জানাননি তিনি।নাড্ডার এই মনোভাব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দীপকে। তাঁর দাবি, ২১ অগস্টের আন্দোলনের প্রসঙ্গ নাড্ডা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করছেন না কেন। দেশের মানুষের জানা দরকার, এই আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতামত কী;সোশাল মিডিয়ায় এই দাবিই তুলেছেন তিনি। নাড্ডার বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আম আদমি পার্টিও। দিল্লি আপ সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ সংরক্ষণ পুনর্বিবেচনার দাবির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান।

খাড়গের সভাস্থলে শুদ্ধিকরণ নিয়ে সরব রাহুল

এসসি-এসটি আইনে মামলার দাবি

নয়া জামানা,নয়াদিল্লিঃ উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সভাস্থলে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিজেপি ও আরএসএসের দলিত-বিরোধী মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে অবিলম্বে তপশিলি জাতি ও উপজাতি অনগ্রসর প্রতিরোধ আইনে (এসসি/এসটি অ্যাক্ট) মামলা দায়েরের দাবি জানান।গত ৮ অগস্ট হলদোয়ানির রামলীলা ময়দানে কংগ্রেসের সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন খাড়গে। সভা শেষে শ্রীরাম সেনার পক্ষ থেকে ময়দানে শুদ্ধিকরণ পুজো হয় বলে অভিযোগ তোলেন উত্তরাখণ্ড কংগ্রেস সভাপতি গণেশ গোদিয়াল। খাড়গে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই এই পদক্ষেপ, দাবি কংগ্রেসের।রাহুল বলেন, শুদ্ধিকরণ আসলে অস্পৃশ্যতারই অন্য নাম। সংবিধানে তা নিষিদ্ধ হলেও বিজেপি প্রকাশ্যে তা চর্চা করছে। খাড়গের মতো নেতার সঙ্গে এমন হলে, গ্রামের চার বছরের দলিত শিশুর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তিনি দেশের বহু স্কুলে দলিত শিশুদের দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করানো ও চা-দোকানে আলাদা কাপে চা দেওয়ার বৈষম্যের অভিযোগও তোলেন।গোটা ঘটনাকে দুই মতাদর্শের সংঘাত আখ্যা দিয়ে রাহুল বলেন, একদিকে আম্বেদকর-গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের সংবিধান, অন্যদিকে বিজেপি-আরএসএসের বিভাজনের রাজনীতি। উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা না নিলে কংগ্রেস চুপ থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 29-08-2026 22:27 Page 8

গোড়ালির চোটে এশিয়ান গেমস থেকে ছিটকে নীরজ চোপড়া

নয়া জামানা ঃ এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ভারত। চোটের কারণে ২০২৬ সালের বাকি মরসুমে আর মাঠে দেখা যাবে না তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়াকে। অনুশীলনের সময় তাঁর গোড়ালির লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে, যার ফলে এশিয়ান গেমস ও ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল, দুটি থেকেই ছিটকে গেলেন অলিম্পিকে পদকজয়ী এই তারকা। এর একদিন আগেই জানা গিয়েছিল, কোয়ালিফায়ার ছাড়াই ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে খেলবেন তিনি, কিন্তু আচমকা এই চোটেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।শনিবার নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে চোটের বিষয়ে জানান নীরজ। চিকিৎসক ও নিজের টিমের সঙ্গে আলোচনার পরই তিনি বাকি মরসুমে আর কোনও প্রতিযোগিতায় না খেলার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের পোস্টে তিনি লেখেন, এই সময়টা তাঁর কাছে হতাশাজনক, কারণ ধীরে ধীরে নিজের ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল, তবে এসবও কেরিয়ারের অংশ।চলতি মরসুমে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৫.৬৯ মিটার ছুঁড়ে চতুর্থ হয়েছিলেন নীরজ। এরপর গ্লাসগোয় ৮৫.৮৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে রুপো জেতেন, সেখানে সোনা জেতেন শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে। তাঁর অনুপস্থিতি ভারতের পদকের আশাতেও বড় ধাক্কা। জাপানে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এশিয়ান গেমস।নীরজের অনুপস্থিতিতে এখন পুরুষদের জ্যাভেলিনে ভারতের মূল ভরসা রোহিত যাদব, যিনি সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স সিলভার লেভেল কন্টিনেন্টাল ট্যুরে সোনা জিতেছেন। আপাতত সুস্থ হয়ে ফেরাই নীরজের প্রধান লক্ষ্য।

রেলওয়ের প্রতিরোধ ভেঙ্গে জয় মোহনবাগানের

সুপার সিক্সের আরও কাছে সবুজ-মেরুন

নয়া জামানা ঃ ডুরান্ড ফাইনালে ডার্বি হারের স্মৃতি পেছনে ফেলে কলকাতা লিগে জর্জ টেলিগ্রাফকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান। শনিবার ঘরের মাঠে বাস্তব রায়ের ছেলেদের সামনে ছিল রেলওয়ে এফসি। সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে থাকতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প ছিল না সবুজ-মেরুনের সামনে। তবে বিনা যুদ্ধে হার মানতে রাজি ছিল না রেলওয়ে। সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক মারান্ডিদের দুর্গ ভাঙতে রীতিমতো কালঘাম ছুটল মোহনবাগানের। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও শেষমেশ ৩-১ গোলে জয় পেল সবুজ-মেরুন। ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের আরও কাছে পৌঁছে গেল মেরিনার্সরা।এদিন সিনিয়র দলের মনবীর সিং ও সাহাল আবদুল সামাদ মাঠে নামেন। আগ্রাসী শুরু করলেও প্রথমার্ধে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগান, বারবার বাধা হয়ে দাঁড়ান রেলওয়ে গোলকিপার সুদীপ্ত। উলটে ৪১ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে গোল করে এগিয়ে যায় রেলওয়ে, উমেশ মারান্ডির পা থেকে আসে সেই গোল। বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি পেয়ে সমতা ফেরান মনবীর সিং। ১-১ স্কোরলাইনে বিরতিতে যায় দুই দল।দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি সংঘবদ্ধ দেখায় মোহনবাগানকে। ৫৩ মিনিটে কিয়ান নাসিরির দুরন্ত পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান রবিলাল মাণ্ডি। পিছিয়ে পড়েও দমে যায়নি রেলওয়ে, একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও গোলরক্ষক সৈয়দ জাহিদ হোসেনের দক্ষতায় বারবার বাঁচে সবুজ-মেরুন। শেষে ৭৮ মিনিটে কর্নার থেকে দুরন্ত হেডে ব্যবধান তিনগুণ করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা সুহেল ভাট।৩-১ ব্যবধানে জিতলেও সিনিয়র ফুটবলারদের একাধিক গোল নষ্ট করা চিন্তায় রাখবে মোহনবাগান শিবিরকে। এই জয়ে তৃতীয় স্থানেই রইল সবুজ-মেরুন। ১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ভবানীপুর, ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল এবং ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা।

জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে পঞ্চম ভারতীয় মহিলা হকি দল

নয়া জামানা ঃ সদ্য শেষ হওয়া হকি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাল ভারতের মহিলা হকি দল। পঞ্চম স্থানে থেকে প্রতিযোগিতা শেষ করেছে ভারতের মেয়েরা, যা ৫২ বছরের ইতিহাসে দলের সবথেকে ভালো পারফরম্যান্স। নেদারল্যান্ডসের আমস্টালভিনে পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জার্মানিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে ভারত।এই জয়ের পরই হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে ঘোষণা করেন, টিম ইন্ডিয়াকে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই ফল ভারতের কাছে ঐতিহাসিক, কারণ ৫২ বছর পর দল পঞ্চম স্থানে পৌঁছে প্রমাণ করেছে কঠোর পরিশ্রম ও লড়াইয়ের মূল্য। গোটা টুর্নামেন্টে দল ভালো খেলেছে বলেই এই পুরস্কার ঘোষণা করতে পেরে তিনি গর্বিত বলেও জানান। এই অর্থের মধ্যে থেকে দলের প্রতিটি খেলোয়াড় পাবেন ২ লক্ষ টাকা করে, আর সাপোর্ট স্টাফরা পাবেন ১ লক্ষ টাকা করে।সালিমা টেটের নেতৃত্বে ও কোচ সোর্ড মেরিনার তত্ত্বাবধানে ভারত মোট ৬টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে হেরেছে। চিন, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দেয় তারা। ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণে চতুর্থ স্থানে শেষ করার পর এটাই বিশ্বকাপে ভারতের সেরা ফল।এবার লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। আগের আসরে ব্রোঞ্জ জেতা ভারতের মেয়েরা এবার পদকের রং বদলাতে চাইবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রো লিগের মাধ্যমে নিয়মিত ভালো দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ এবার পায়নি ভারত, তা সত্ত্বেও এই সাফল্য দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে।

পঞ্চাশ টেস্টের পন্থকে আরও দায়িত্বশীল দেখতে চান অশ্বিন

নয়া জামানা ঃ ঋষভ পন্থের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং উপভোগ করেন তিনি নিজেও। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে শুধু আগ্রাসনই শেষ কথা হতে পারে না বলে মনে করেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রয়োজন ধৈর্য ও পরিণতবোধ, পরিস্থিতি বুঝে খেলা; এই বার্তাই ফের একবার পন্থকে মনে করিয়ে দিলেন অশ্বিন।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি টেস্টে হাফসেঞ্চুরি করেছেন এবং চোট নিয়েও ব্যাটিং করেছেন পন্থ, তা সত্ত্বেও নিজের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন অশ্বিন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, দুঃখের সঙ্গেই বলছেন যে পন্থ তাঁর প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। সোনাল দিনুশার ব্যাটিং শৈলীর উদাহরণ টেনে অশ্বিন বলেন, ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে থাকলে কতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত, তা বোঝা জরুরি। শুধু ব্যক্তিগত খেলার ধরনের চেয়ে দলের প্রয়োজন বোঝাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মত তাঁর। সিডনি ও ব্রিসবেনে পন্থের দুর্দান্ত ইনিংসের প্রশংসা করলেও তিনি মনে করিয়ে দেন, ওয়াশিংটন সুন্দর ও শার্দুল ঠাকুরের অবদান ছাড়া সেই ম্যাচগুলি জেতা সম্ভব হত না। টেস্ট জিততে গেলে এগারো জনের সম্মিলিত লড়াই প্রয়োজন, আর সামান্য ভুলই একটি টেস্ট হারের জন্য যথেষ্ট।এক প্রজন্মে একবার আসে এমন প্রতিভা তকমা নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন অশ্বিন। তাঁর মতে, কোনও নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত নয়। একই যুক্তি যশস্বী জয়সওয়ালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মনে করেন তিনি।পঞ্চাশের বেশি টেস্ট খেলে ফেলা পন্থ এখন দলের অন্যতম সিনিয়র সদস্য। তাঁর কাছে আরও পরিণতবোধ প্রত্যাশা করছেন অশ্বিন।

তাঁর মতে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্যার কারণেই সব ফরম্যাটে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন না পন্থ, আর নিজের ভুল বুঝে তা শুধরে নিলেই সব ফরম্যাটে জাতীয় দলে জায়গা পাকা হবে তাঁর।

ফেডারেশনকে ই-মেল বাইচুংয়ের

চাইলেন ব্রাজিল ফেডারেশনকে দেওয়া অগ্রিমের হিসেব

নয়া জামানা ঃ ভারত বনাম ব্রাজিল প্রীতি ম্যাচ ঘিরে যখন উত্তেজনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া।

শনিবার ফেডারেশনকে পাঠানো ই-মেলে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে দেওয়া অগ্রিম অর্থ, ফিফার টিকিট এবং জাতীয় মহিলা দলের ফুটবলারদের বকেয়া দৈনিক ভাতা নিয়ে স্বচ্ছতা দাবি করেছেন তিনি।ফেডারেশনের শেষ এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে বাইচুং জানতে চেয়েছেন, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে দেওয়া অগ্রিম অর্থ ফেডারেশনের তহবিল থেকে মেটানো হয়েছে কি না।

হয়ে থাকলে কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই অর্থ পরবর্তীতে কারা ফেডারেশনের অ্যাকাউন্টে ফেরত দেবেন, তারও বিস্তারিত হিসেব চেয়েছেন তিনি।দেশের দুর্বল পরিকাঠামো ও আর্থিক সমস্যার মধ্যেও ব্রাজিল ম্যাচ আয়োজনের জন্য বিপুল অর্থ খরচ নিয়ে এর আগেই সরব হয়েছিলেন বাইচুং। এবার বিশ্বকাপের টিকিট বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ফিফা কতগুলি কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দিয়েছিল এবং ফেডারেশন নিজস্ব তহবিল থেকে কতগুলি টিকিট কিনেছিল, সেই তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।